পারের গান।

শ্রীকিশোরী মোহন ঘোষাল।

মূল্য—১৲ টাকা

প্রকাশক,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
সারস্বত লাইব্রেরী,
১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোহিনূর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।
শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বসু দ্বারা মুদ্রিত।
১১১/৮এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আজ মহালয়া !

কোন্নগর, শ্রীরামপুর।
১৯ আশ্বিন, সন ১৩১১ সাল।

শ্রীকিশোরী।

উৎসর্গ।

সারাটী জীবন ধরি' করেছি চয়ন
যত ফুল,—সবগুলি দিয়াছি তোমায়।
আজিকার ফুলগুলি জীবন-সন্ধ্যায়
ভরিয়া এনেছি থালা, করিতে অর্পণ!
দেউল দুয়ার যেগো গেছে আজি খুলি,'—
অশ্রুমাখা ফুলগুলি লও দেবি, তুলি'!

উপচার।

যেথা হ'তে এসেছিলে প্রিয়া,
এনেছিলে মৃদুমন্দ-হাসি,
এনেছিলে মলয় বাতাস,
এনেছিলে জোছনার রাশি,
এনেছিলে ব্রততীর লাজ,
এনেছিলে কুসুমের গন্ধ,
এনেছিলে প্রাণভরা সুর,
এনেছিলে মোহমাখা ছন্দ,
এনেছিলে শুদ্ধ-অনাবিল
স্নেহ-প্রীতি মমতালহরী
এনেছিলে উদার হৃদয়
বিশ্বখানি আপনার করি',

সেই দেশে গেলে যদি আজি,—
রেখে যাও যা' করেছ দান,—
ভাঙা ভাঙা স্মৃতিগুলি জুড়ে'
মহাচিতা করিব নির্ম্মাণ !
নিরালায় পূজিব তোমায়
শ্মশানের পটে ছবি আঁকি',—
তুমি র'বে অন্তরে বাহিরে,
তুমি র'বে বিশ্বখানি ঢাকি' !

সূচীপত্র।

পারের গান।

মহাপ্রস্থান।

সিঁতেয় শোভে রাঙা সিঁদুর
লাল্ আল্‌তা পায়,
রাঙাপেড়ে সাড়ী খানি
লুটিয়ে পড়ে গায়,—
ও গো প্রিয়া,—কোন্ সুদূরের
আলোক রেখা দেখে
এ বেশে আজ যাচ্ছ চলে
সেই রাঙিমা মেখে!
এরই মাঝে সন্ধ্যা কিগো
আকাশ এল ঘিরে?
যাচ্ছ প্রিয়া কোন্ সে দেশে
কোন্ সাগরের তীরে?

পারের গান

কোন্ বাঁশী কে বাজালে গো
মাতিয়ে দিলে প্রাণ,—
পাথার পারে গাইলে কেগো
প্রাণভোলান গান !
প্রাণের তোমার সকল কথা
কইতে আমার সনে—
এই কথাটী কেন প্রিয়া
রাখ্‌লে মনে মনে !
কা'র ডাকেতে চমকে উঠে
যাচ্ছ চলে আজ
ছিঁড়ে' ফেলে' সকল মায়া
ফেলে' সকল কাজ !

সিন্ধুকূলে ছিলুম বসে
একলা কুটীর বেঁধে,
আস্‌ত তুফাণ, ডেকে যেত
আমায় কতই সেধে,

হাস্যমুখী রাঙা উষার
সাগর-জলে স্নান,
বৃষ্টি-ধারা স্নেহরসে
ভিজিয়ে দিত প্রাণ,
আঁধার নিশায় আমায় নিতে
আকাশ হ'তে তারা
ঝাঁপিয়ে পড়্‌ত সাগর-জলে
হ'য়ে দিশেহারা !

একদিন এক মধুর স্বপন—
চুম্বনেরই খেলা,
আকাশ চুমে সাগর জলে
সাগর চুমে বেলা,
বেলা চুমে তীরের 'পরের
তরু-রাজির ছায়া,
বাতাস চুমে পাখীর গানে,
একি ওগো মায়া !

পারের গান

মুগ্ধপ্রাণে দেখি সুদূর
দিগন্তেরই কোলে
কি যেন এক আলোক-ছটা
ফুটল সাগর-জলে !

উঠল প্রাণে কি যেন কি
স্বপ্নমাখা গান,—
মনে হ'ল,—পেলুম যেন
নতুন কোন প্রাণ !
কোন্ দেবতা আসে ও গো
সিন্ধুপারে থেকে
মায়ার মধুর তুলি দিয়ে
বিশ্বখানি এঁকে !
ঢেউয়ের পরে ঢেউ ছুটেছে
ঢেউয়ের মাথায় তরি,—
তরির পরে কে গো তুমি
ভুবন আলো করি !

পারের গান

নেচে নেচে ঢেউয়ের মাথায়
লাগ্‌ল তরি কূলে
পিছন হতে লহর নাচে
সোহাগেতে দুলে !
ছুটে এসে জড়িয়ে গলা
কে তুমি গো হেসে
তোমার সকল সঁপে দিলে
এমন ভালবেসে !
অম্বু-নিধির কম্বু-নিনাদ,
কূলে পাখীর গান,—
এরই মাঝে তোমায় আমায়
মিশিয়ে দিলুম প্রাণ

সেই কথা কি আজকে প্রিয়া
পড়্‌ল তোমার মনে ?
ফুট্‌ল কিগো সেই আলো আজ
অরুণ কিরণে ?

পারের গান

আজকে আবার সাগরবুকে
উঠ্‌ল কি সেই গান ?
তেমনি কি গো ফুলের হাসি
মাতিয়ে দিল প্রাণ ?
সাগর থেকে ডাক্‌ল কি কেউ
আবার দুহাত তুলে ?
বল প্রিয়া যাচ্ছ তবে
কোন্‌ কুহকে ভুলে !

অনন্ত চিতা।

নিভেছে ত চিতানল,—
আর কেন ঢাল জল ?
তোমরা জাননা ওগো
ও বারির প্রতি বিন্দু
মহাসিন্ধু করিবে স্বজন !
বিদায়ের গান গাহি'
অসীমের পানে চাহি'
যাহারে করেছ ছাই—
সে যে ওগো ওই তীর্থে
করিয়াছে অন্তিম শয়ন !

পারের গান

ও চিতা দিয়োনা ধুয়ে,—
এস ও কলস থুয়ে,—
ওইখানে আমাদের
সাধের বাসর-শয্যা
পাতা আছে চির মধুময় !
ধীরে ধীরে মহানন্দে
বিদায়ের ছন্দোবন্ধে
ওই শেষ মহাযানে
দুটী দেহ দুটী প্রাণ
এক ভস্মে হ'য়ে যাবে লয় !

সিন্ধুতীরে।

পাগ্‌লা রে,—আর বসে কেন ?
আস্‌বে না ত কেউ,—
মেঘের কোলে মিলিয়ে গেছে
সন্ধ্যা-আলোর ঢেউ।
আকাশ ভরা তারাগুল
পড়ে গলে গলে
আপনারে বিছিয়ে দে'ছে
নীল সাগরের জলে !
কেউ ফিরে আর আসবেনা রে,—
বৃথাই আছিস বসে,—
কেউ তোরে আর ডাক্‌বেনা রে
তেমন ভালবেসে !

সামনে যে তোর দুল্‌ছে সাগর—
চাস্‌নি পেছন ফিরে,
কারুর ডাকে দোলাস্‌নি মন
পাগল সাগর তীরে।

সাগর বুকে ভাস্‌ছে তরি,—
চালিয়ে দেরে তায়,—
নিবিড় রাতের পাগল বাতাস
বৃথাই বয়ে যায় !
চল্‌রে পাগল চালিয়ে চরণ
বেলা ভূমে নেমে,
মাঝপথেতে থম্‌কে গিয়ে
যাস্‌নি যেন থেমে !

পিছন থেকে আসবে সবাই,
ঝাপ্‌টে ধ'রে তোরে
বাঁধতে কতই কর্‌বে যতন
নয়ন-জলের ডোরে !
পরিয়ে দেবে গলায় রে তোর
কাল-ফণিনীর মালা,
সুধাভরা বাক্য মাঝে
ঢাল্‌বে বিষের জ্বালা !

পারের গান

খুব হুঁসিয়ার,—ওরে পাগলা
যাস্‌নি ফিরে পিছে,—
এগিয়ে চল্‌ রে, ডাকছে সাগর,—
দাঁড়িয়ে থাকা মিছে !

ওই শোন্‌রে কালের ভেরী
পারাবারের বুকে,—
সামলে চরণ সামনে চল্‌রে
আজকে কপাল ঠুকে।
কোনও দিকে চাস্‌নি ফিরে,
বাড়িয়ে দিয়ে হাত—
ঝাঁপিয়ে পড়্‌বি তরির বুকে—
মত্ত উল্কাপাত !
উঠ্‌বে যখন ঝড়ো বাতাস,
ছেড়ে দিবি হাল,
স্থির হয়ে তুই থাকিস্‌ বসে
মেলিয়ে দিয়ে পাল !

পারের গান

হাস্‌বি যখন হাসি পাবে
কাঁদ্‌বি কান্না পেলে,
তরি যখন যাবে উড়ে
ঢেউগুল সব ঠেলে !
চারি দিকের বজ্রনাদে
মিলিয়ে দিয়ে সুর
মেঘমল্লার গাইবি,—যখন
তরি ভেঙে চুর।
ডুব্‌বি যখন——মেল্‌বি নয়ন--
অকূল পাথার পারে
দেখবি তখন——তরুণ ঊষার
তরল আলোক-ধারে !

হাহাকার।

কোন্ আলো —ওগো কোন্ আলো
হেসে হেসে পড়েছিল এসে
অন্ধকার কুটীরে আমার
কোন্ দীর্ঘ যামিনীর শেষে ?

উঠেছিল ললিত রাগিণী
কোন্ দূর তারায় তারায় ?
ফুটেছিল যূথিকার হাসি
কোন্ মুগ্ধ উজ্জ্বল উষায় ?
দেবতার কোন্ আশীর্ব্বাদ
কুটীরেতে পড়েছিল আসি ?
এনেছিল কোন্ আলো কেগো
লয়ে স্নিগ্ধ অলকার হাসি ?

সেদিন যে মরমের মাঝে
মূরছিয়া অজ্ঞাত পুলকে
কোন্ অসীমের স্নিগ্ধ আলো
পড়েছিল ঝলকে ঝলকে ?

পারের গান

কোন্ স্নেহ, কোন্ মমতায়

ভেসেছিল কুটীর আমার ?

করুণার মন্দাকিনী ধারা

করেছিল অমৃত সঞ্চার !

কোন্ নবজীবনের স্রোত

বহেছিল আনন্দ কল্লোলে ?

কোন্ মধু মলয় বাতাস

মেতেছিল অধীর হিল্লোলে ?

সে মধুর মলয় বাতাসে

তুমি প্রিয়া এসেছিলে ভেসে

দেবীরূপে কুটীরে আমার

বিশ্বখানা এত ভালবেসে !

এসেছিলে যে পথ ধরিয়া,

স্নেহ মায়া পড়েছিল লুটে,

পথ পাশে শ্যাম তৃণ দলে

কত ফুল উঠেছিল ফুটে !

চেয়েছিলে যে দিকে গো প্রিয়া
উঠেছিল হাস্য ঢল ঢল,
এ কুটীর পরশে তোমার
হয়েছিল শুদ্ধ নিরমল।

মিলনের মধুর সঙ্গীত
উঠেছিল বিমল আকাশে,
উঠেছিল বিহগ-কূজনে,
মধুমাখা কুসুম বিকাশে।
রাঙা রাঙা ভাঙা মেঘগুলি
মেখে গায়ে কুঙ্কুম আবির
ছুটেছিল উষার আকাশে
মিলনের আনন্দে অধীর!
তটিনীর কল-কল ধ্বনি,
নির্ঝরের স্বপ্নভরা গান,
সমীরের মধুর স্বনন
সে মিলনে বেঁধে দিল প্রাণ।

পারের গান

ওগো প্রিয়া, সে মিলন মাঝে
তুমি আমি গিয়েছিনু মিশে,
চারি আঁখি হয়েছিল এক
চেয়ে চেয়ে চেয়ে অনিমিষে ;
উঠেছিল প্রাণে প্রাণে ওগো
মধুমাখা স্বপনের রাশ,—
কোন্ দূর আলোক-পাথারে
ছিল যেন আমাদের বাস,
যেন কোন্ বিধি-অভিশাপে
ভিন্ন হয়ে ছিনু এতকাল,
কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে
আজি পুনঃ ফিরিল কপাল !

তাই ওগো বিস্মৃতির পারে
আমাদের নব-পরিচয় ।
মনে হ'ল,—বুঝি জীবনের
এও এক নব অভিনয় !

দোঁহে হাত ধরাধরি করি
চলিলাম জীবনের পথে,—
নবারুণ—রঞ্জিত উচ্ছ্বাস
কে জানে গো এল কোথা হ'তে
তুমি আমি এক সূত্রে গাঁথা,
কালস্রোতে চলিনু ভাসিয়া,
দীর্ঘ বিরহের পারে পুনঃ
দুটী প্রাণ মিলিল আসিয়া!

দেবতার নির্ম্মাল্যের মত
ছিলে প্রিয়া শুভ্র নিরমল,—
শান্তি প্রীতি পবিত্রতা এনে
করেছিলে এ প্রাণ উজ্জ্বল!
তুমি ছিলে প্রাণের ভিতরে
শক্তিরূপা প্রতিমা দেবীর,
আপনার উজ্জ্বল আলোকে
আলোকিত করি' এ মন্দির!

পায়ের গান

শত ঝঞ্ঝা শত বজ্রপাত
তাই মোরে পারেনি টলাতে,
সংসারের শত প্রলোভন
তাই মোরে পারেনি ভুলাতে!

উচ্চশির করি নাই নত,
কারো পানে করিনি দৃক্‌পাত,—
ছুটে গেছি প্রমত্ত নির্ঝর,—
মানিনিক উপল-আঘাত!
ভাবিনিক,—বুঝিনি তখন
সব তেজ তোমা হ'তে এসে
বলীয়ান্ করে রেখেছিল
এ হৃদয় অদম্য সাহসে!
তখন ত পারিনি বুঝিতে,—
তুমি ছিলে সর্ব্বস্ব আমার,—
করিতাম ধারকরা তেজে
'আমি নিজ গরিমা প্রচার!

পারের গান

ওই শুন,—ওই শুন প্রিয়া,—
সাগরের নিবিড় গর্জ্জন,—
ওই হের নাচিছে তরঙ্গ
চারিদিকে করি আবর্ত্তন !
ওই হের নীল জলরাশি,
ওই হের নীল নভোতল,
ওই হের দিগন্তেরি কোলে
মিশে গেছে আকাশ ভূতল।
ওরি মাঝে, ওই দেখ প্রিয়া
মাছগুলি উড়ে উড়ে যায়
কোন্ এক অজ্ঞাত আনন্দে
তরঙ্গের মাথায় মাথায় !

কি আনন্দে, কি উৎসাহে মাতি'
ছুটিল সে ক্ষুদ্র তরিখানি,—
কোন্ এক মহা-আকর্ষণ
যেন তা'রে লইল গো টানি' !

তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ
তরি-অঙ্গে আছাড়ি গড়ায়,
ফেণরাশি তুষার ধবল
নীল জলে ভেঙে ভেসে যায় !
তারি মাঝে তুমি আমি প্রিয়া
ছুটিয়াছি কি অজ্ঞাত দেশে !
কি সাহস, কি অমিত বল
দিতেছ গো মৃদু মৃদু হেসে

একি লীলা,—একি লীলা প্রিয়া ! —
একি মত্ত মধুর বাতাস,—
তরঙ্গের মৃদু আন্দোলন,—
একি মত্ত উজ্জ্বল আকাশ !
ধরণীর আবিলতা নাই,—
হাহাকার হেথা নাহি উঠে,—
নিশি দিন ফেণ-পুঞ্জ হ'তে
কি উজ্জ্বল আলো উঠে ফুটে !

লীলাময়ি ! ভাবময়ি মোর !
একি স্বর্গে আনিলে আমায় !
কি বিরাট্ উদার সঙ্গীত
নিশিদিন হেথা ভেসে যায় !

এস প্রিয়া,—ও বিরাট্ সুরে
মিশাইয়া দিই সে সঙ্গীত,
প্রাণে যাহা স্বতঃ বেজে ওঠে,—
সারা বিশ্ব করিয়া স্তম্ভিত !
উঠুক্ সে আপন আনন্দে
ছড়াক্ সে স্বরের লহরী,
মিশে গিয়ে আকাশে বাতাসে
সুরে সুরে বিশ্ব খানা ভরি' !
মুক্তপ্রাণ তুমি আমি প্রিয়া,
মুক্ত এই নির্ম্মল বাতাস,
মুক্ত এই সাগরের প্রাণ,
মুক্ত ওই সুনীল আকাশ !

রঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গিণী তরণী
আন্দোলিত তরঙ্গের পরে,
মন্দ মন্দ মলয় বাতাস
তরণীর পাল দেছে ভরে !
ছন্দো বন্ধে উঠিছে আকাশে
সাগরের বুকে মহাগান,
পুণ্য জ্যোতি উঠিয়াছে আজ
এক করি সাগর বিমান !
ওগো প্রিয়া,—ওগো কবি-রাণি, –
তোল আজি বীণায় ঝঙ্কার,—
ওই দেখ ডাকিছে মোদের
কি ইঙ্গিতে মুগ্ধ পারাবার !

ওকি !—দূর আকাশের কোলে
পাখী কোন আসিছে কি উড়ি'
আপনার কাল পাখা মেলি'
সাগরের এক কোণ জুড়ি' ?

কিম্বা কোন অচল-শিখর
সাগরের গর্ভ হ'তে ধীরে
উঠিতেছে, স্পর্শিতে গগন
আপনারে ঢাকিয়া তিমিরে ?
কিম্বা কোন জলদেবতার
কাল রথ আকাশ বাহিয়া
সাগরের কাল জলে আজ
তীব্র বেগে আসিছে নামিয়া !

ভীমবেগে প্রলয়ের ঝড়
সিন্ধু-বক্ষ বিলোড়িত করি'
বিদরিয়া সাগরের বুক
ছুটিয়াছে আঁধারে আবরি' !
মহাসিন্ধু উঠিল গর্জ্জিয়া,
গিরি শৃঙ্গ ফেলিল উপাড়ি,'
শতশৃঙ্গ তুলিল আকাশে
মহাবেগে হুহুঙ্কার ছাড়ি' !

পাগ্লের গান

এ কি রণ !—আকাশ পাথার
কিছু নাহি দেখা যায় আর,
শুধু মত্ত ভৈরব গর্জ্জন—
শুধু মত্ত নিবিড় আঁধার !

মহাবেগে ভাঙিছে তরঙ্গ,—
শূন্যে ওড়ে জলকণারাশি,—
ফেনরাশি তুষার ধবল
সিন্ধু-বক্ষ ফেলিয়াছে গ্রাসি !
প্রভঞ্জন প্রমত্ত গর্জ্জনে
তরঙ্গের মাথা হ'তে টানি'
উপাড়িয়া ফেলিছে সবলে
দূরে মোর ক্ষুদ্র তরি খানি !
প্রিয়া !, প্রিয়া ! চেয়ে দেখ আজ—
ঘেরিয়াছে কি বিপদ্ ঘোর
মত্ত এই সাগরের মাঝে
ডুবে বুঝি তরি খানি মোর !

প্রিয়া ! প্রিয়া ! আজি বুঝি শেষ !—
এস দেবীপ্রতিমা আমার,—
এস প্রিয়া,—ধর, হাত ধর,—
আজি আর নাহিক নিস্তার !
আজি এই অজ্ঞাত পাথারে
তরি খানি ডুবে ধীরে ধীরে,—
এক সাথে দোঁহে ডুবে যাই
এক মহা অজ্ঞাত তিমিরে !
তুমি আমি প্রাণে প্রাণে মিশে'
জল-তলে রচিব শয়ন,—
জানিবেনা এ জগতে কেহ,
ঝরিবেনা কাহারো নয়ন।

কড়্ কড়্ ধ্বনিল আকাশ,—
শত জিহ্বা করিয়া বিস্তার
আকাশের স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া
ঊর্ম্মি-শিরে করিল প্রহার।

পারের গান

আবার,—আবার ছুটিয়াছে
মহা প্রলয়ের প্রভঞ্জন,
আবার,—আবার উঠিয়াছে
তরঙ্গের উন্মত্ত গর্জ্জন !
ডুবে তরি নিবিড় আঁধারে,—
প্রিয়া ! রহ বুকেতে আমার,–
আজি দোঁহে একই শয়নে
এঁক সাথে যাই পর পার !

শ্রান্ত ধরণীর প্রান্তদেশে
সিন্ধুতীরে, সৈকত বেলায়,
ভগ্নপ্রাণে পড়ে আছি আজি
নিরমঁম উপল শয্যায় !
শ্রান্ত-ম্লান রবিকররাশি,
আকাশের প্রান্ত হ'তে এসে'
লুটাইছে ধরণীর বুকে
মূক বাল-বিধবার বেশে !

কত শোক, কতই বেদনা
আজি ওগো বাজিছে মরমে !
রুদ্ধ অশ্রু উথলিয়া আসি'
আঁখিকোণে গেছে আজি জমে !

ওইদূর গগন সীমান্তে,
যেথা মিশে আকাশ পাথার,
বিশাল এ' তরঙ্গের পারে
যেথা মিশে আলোক আঁধার,
সেই সীমা দিয়ে ছুটিয়াছে—
ওকি ! ওগো ও যে মোর তরি !
প্রিয়া ! প্রিয়া ! ওকি ছটা তব
তরিখানি রাখিয়াছে ভরি' !
হেথা যদি পড়িলে গো ঝরি,—
কোথা পুনঃ উঠিবে ফুটিয়া ?
জল দেবি ! জলতল হ'তে
উঠে কোথা চলেছ ছুটিয়া ?

ব্যবধান।

কেঁদে কেঁদে কুটীর দুয়ারে
হাহাকার করি ঘুরি ফিরি'
বজ্রসম ব্যথা আজি এসে
মর্ম্মতল দিতেছে যে চিরি'!
কে গো আজি কোন্ অভিশাপ
রুদ্ধ করি কুটীর দুয়ার
আজি আমা দোঁহাকার মাঝে
রচে দিল দুর্ভেদ্য প্রাকার।

রুদ্রমূর্ত্তি,—ভস্ম ওড়ে গায়,
পরিধানে গৈরিক অম্বর,
কণ্ঠে বাজে প্রলয় বিষাণ,—
সংহারের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!

বিশ্বখানা তীব্রবেগে ছোটে
ওই মহা ধ্বংস আলিঙ্গিতে,
বিচূর্ণিত পরশে উহার
সুধাস্বপ্ন বিচিত্র ভঙ্গীতে !

কে তুমি গো ধ্বংসের দেবতা
দাঁড়ায়েছ কুটীর দুয়ারে ?
খোল রুদ্ধ কুটীর-অর্গল,
ছাড় পথ যেতে দাও পারে !
হে নির্ম্মম ! চিনেছি তোমায়,—
ব্যথিতের তীব্র আর্ত্তনাদ
তব বক্ষে আছাড়ি পড়িয়া
পায় শুধু ক্রূর প্রতিঘাত !

দূরে,—দূরে,—ও প্রাকার পারে
কণামাত্র অশ্রু নিয়ে যাও,
মর্ম্ম-ছেঁড়া একটী নিশ্বাস
তা'র কাছে উপহার দাও।

পারের গান

একা,—একা,—এত বড় বিশ্বে,—
আপনার কেহ নাই মোর,—
হরিয়াছে সর্ব্বস্ব আমার
অলক্ষিতে গৃহে পশি' চোর।

যেই দিন,—প্রথম প্রভাতে
আসিল সে কল্যাণ-রূপিণী,—
দেবদত্ত আশীর্ব্বাদ সম
হইল সে জীবন-সঙ্গিনী,—
চিত্ত হ'ল শুদ্ধ সে পরশে,
উচ্ছৃঙ্খল শৃঙ্খলিত পাশে,
তারে দিনু সর্ব্বস্ব সঁপিয়া
সেই এক পুণ্য মধুমাসে!

সেই দিন সে শুভ লগনে
পাইলাম নবীন জীবন,—
আপনারে দিনু বিকাইয়া,—
পর হ'ল নিতান্ত আপন!

নয়নের বিনিময় সনে
প্রাণে প্রাণে হ'ল বিনিময়,—
বিশ্বে বিশ্বে হেরিনু সেদিন
কিবা দিব্য আলোক উদয় !

আমারে সে গড়িয়া তুলিল
আপনার সবটুকু দিয়া,
তারি মাঝে ফুটা'ল আমারে
আপনার জ্যোতিতে ভরিয়া !
আপনারে হেরিনু মহান্,—
আপনার ভুলিনু ক্ষুদ্রতা,—
মৃত্যু মাঝে পাইনু জীবন;
শূন্য মাঝে পাইনু পূর্ণতা !

নহি আমি বদ্ধ এ সংসারে,—
নহি বদ্ধ আকাশে বাতাসে,—
নহি বদ্ধ ধূলি রাশি মাঝে,
নহি বদ্ধ বর্ষ দিন মাসে !

পারের গান

সেই দিন মুক্তির নিশ্বাসে
উথলিয়া উঠেছিল প্রাণ,
নাহি জন্ম, মৃত্যু আমাদের,—
অমৃতের আমরা সন্তান !

সেই দিন হে কল্যাণী, তব
হেরিলাম জননীর রূপ,
গলে গেল গভীর জড়তা—
গলে গেল পাষাণের স্তূপ !
তোমা' মাঝে গিয়েছিনু মিশে,—
আমি নাই,—ওগো আমি নাই !
তব স্নেহ মন্দাকিনীধারা,
যেতেছিল বহি' সব ঠাঁই !

হেন কালে কে তুমি নিষ্ঠুর !
ছিঁড়ে দিলে তরণীর পাল,—
তরঙ্গের উদ্দাম নর্ত্তনে
কর্ণধার ছেড়ে দিল হাল।

পারের গান

হাহাকারে ভরিল মেদিনী,—
পড়ে গেল ক্রূর যবনিকা,—
দুজনের মাঝখানে কেগো
রচে দিলে দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা !

ব্যর্থ হবে,—ব্যর্থ হবে দ্বারি !
তব ওই প্রলয়-বিষাণ !
তোল প্রিয়া, পারে হ'তে তোল
চিরমুক্ত মৃত্যুজয়ী গান !
করে মোর বাজুক মুরলী, —
ধ্বংস, মৃত্যু যাক্ রসাতল,—
প্রাণে প্রাণে ব'বে দুজনের
মিলনের ধারা অবিরল !

অশ্রু।

তুমি,

পেরেছ কি প্রিয়া জানতে ?

প্রাণের রুদ্ধ থরে থরে মেঘ

পাঠায়েছি তোমা আনতে !

বলে দিছি,—

যেন ঢালে না ধারা,

যেন হুতাশে আকাশে বাতাসে ঢালেনা

গলিত আঁখির ঝারা !

বহুদিন গত পাইনি বারতা,—

আছগো কেমন কোথা—

ত্বরিতে যেন গো ঘুরিয়া ফিরিয়া

জেনে আসে এই কথা !

তুমি
পেরেছ কি প্রিয়া জান্‌তে ?
আঁখি কি তোমার কোন বাধা আজ
পারিল না আর মান্‌তে ?
তোমারি অশ্রু বয়ে নিয়ে এসে
ওই
ঢেলে যায় মেঘ থেকে থেকে আজ
মাথার উপরে ভেসে !
যদিও গো প্রিয়া, আমা দোঁহা মাঝে
অসীমের ব্যবধান,
তবু আজ তব আসার পরশে
জুড়ায় হৃদয় খান !

প্রতীক্ষায়।

সিন্ধুপারে আকুল সুরে
কাঁদ্‌ছে বাঁশী কার?
কার নয়নের অশ্রুধারা
বইছে পারাধার?
হৃদয় জোড়া ব্যথা ভরা
'কাহার দীর্ঘশ্বাস
আছড়ে পড়ে বেলার বুকে
করছে হাহুতাশ?
দূর গগনের কোন্ সীমান্তে
পাথারের কোন্ শেষে
তোমার মধুর কোমল কণ্ঠ
আস্‌ছে আজি ভেসে?

মায়ার বাঁধন পাইনে খুঁজে,—
সকল দেখি ফাঁকা,—
জীবন আমার মৃত্যুছায়ায়
উদাস ছবি আঁকা!

পারের গান

কোমল মধুর আবেগ ভরা
নাইক প্রাণের টান,
ওঠে নাক বীণ সেতারে
হৃদয়-ভরা গান!
শুধুই শূন্য—বিশাল দৈন্য—
পণ্য আমি আজ,—
যাচ্ছি বিকিয়ে হাটবাজারে
কড়াক্রান্তির মাঝ!

দুই জনে দুই পারে ব'সে,—
মধ্যে পারাবার—
আকুল প্রাণে মিশিয়ে দেয় আজ—
দোঁহার অশ্রুধার!
দুটী প্রাণের তীব্র মিলন—
আকাঙ্ক্ষাটী ল'য়ে
ছুটেছে আজ রবি শশী
সারা আকাশ ব'য়ে।

পারের গান

দুটী প্রাণের স্পন্দন আজ
মাঝ আকাশে মিশে
আকাশ বাতাস আলোয় যেন
দিচ্ছে চাপে পিষে!

পেতুম যদি পাখীর পাখা,
পেতুম বায়ুর বেগ,
এই মুহূর্ত্তে উড়ে যেতুম
ভেদ করি ওই মেঘ।
গ্রহের পিছে গ্রহ ফেলে,
তারার পিছে তারা,
এই মুহূর্ত্তে যেতুম উড়ে
বিভোর আপনহারা।
আকুল প্রাণে অকূল পারে
তোমার পাশে গিয়ে,
মিলিয়ে যেতুম তোমার মাঝে
সকল সঁপে দিয়ে!

পারের গান

মৃত্যু-পথের শ্রান্ত পথিক !
কেন মরিস্ ঘুরে ?
কেন তুলিস্ ও হাহাকার
আকাশ পাতাল জুড়ে ?
ধীরে ধীরে,—কাণ পেতে শোন্—
আস্‌ছে কালের ডাক,
সব মমতা রাখ্‌রে ঠেলে,
তৈরী হয়ে থাক !
রাখ্‌রে খুলে বাঁধন ডুরি,—
এলিয়ে দিয়ে প্রাণ,—
করবি যদি ঊষার আলোয়
মুক্তি জলে স্নান !

আশা।

সে দিন যখন দিনের শেষে
অস্তাচলের শিরে
কাল মেঘের আড়াল থেকে
আঁধার এল ঘিরে,—
মিলিয়ে গেল নীল আকাশে
পাখীর মধুর গান,
হুতাশ ভরা বাতাস এসে
কাঁপিয়ে দিলে প্রাণ,—
কোন্ আকাশের, কোন্ বাতাসের,
কোন্ সে মেঘের ছায়া
বিষাদ ভরা স্মরণী তুলে
ছড়িয়ে দিলে মায়া!

সেই যে আঁধার—সে কি গভীর
নিবিড় আঁধার ঘেরা,—
সেই যে নিশি,—সে কি গভীর
তপ্ত শ্বাসে চেরা!

তারই মাঝে শূন্য পথের
উল্কাপিণ্ড সম
ছুট্‌তে গিয়ে আকুল প্রাণে
পথ করেছি ভ্রম !
আছাড় খেয়ে গেছি পড়ে
ধুলায় লুটে পুটে,
তীব্র ব্যথায় জীর্ণ দেহ
গেছে কেটে কুটে !

কোথায় আলো—কোথায় আলো—
ওগো কোথায় আলো,-
কোথায় ওগো কোথায়, প্রিয়া,—
উজল দীপটী জ্বালো !
কেউত যে আজ দেয় না সাড়া,
কেউ ধরে না হাত,
আসেনা যে কারোর আঁখির,
করুণ কিরণ-পাত !

পাখের গান

কোথায় আলো,—ওগো প্রিয়া
লয়ে চল মোরে
গভীর নিশার আঁধার হ'তে
উজল মধুর ভোরে !

ভোরের আলো !—ওগো প্রিয়া,—
ভোরের আলোর মত
তেমনি করে আবার এসে
উজল কর পথ !
আঁধার মেঘের ঢেউ যদিও
বক্ষে আমার চেপে,
হিম-গিরির তুষার রাশি
মাথায় আছে ব্যেপে
তবু প্রিয়া,—ভোরের আলোয়
উঠবে হেসে সব,—
মৃত্যু মাঝে উঠ্‌বে মহা—
জাগরণের রব !

আকাঙ্ক্ষা ।

দিনের আলো মিলিয়ে গেল
কাল মেঘের গায়,—
সাঁঝের বাতি জ্বাল ওগো
নীরব আঙিনায় !
দেববালার হাতের আলো
ফুট্‌ছে ধীরে ধীরে
আঁধার আকাশে,—ওগো বঁধু
জীর্ণ এ কুটীরে
উঠ্‌বে না কি তোমার হাতের
আলো জ্বলে আর ?
জ্বাল প্রিয়া, জ্বাল আলো,
এল যে আঁধার !

পারের গান

চারিদিকের শাঁকের রবে
উঠ্‌ল কেঁপে সব—
গুম্‌রে যেন উঠ্‌ল দিনের
মত্ত কলরব !
আঁধার নীরব কুটীরে মোর
বাজাও প্রিয়া শাঁক,
উচ্ছ্বাস-ভরা নিশ্বাসে প্রিয়া
বোজাও মনের ফাঁক !
তোমার আলোয় ঝিমিয়ে, বসে
শুন্‌ব শুধু গান
বিশ্ব-গীতের সঙ্গে আমার
মিশিয়ে দিয়ে প্রাণ !

যাত্রী।

আমার জীবন আমার মরণ
সকল গেছে ঘুচে,
সকল আশা, সব নিরাশা
সকল গেছে মুছে।
শূন্য উদাস আকুল প্রাণে
আকাশ পানে চাহি'
অকূল পারের জীর্ণ তরি
যেতেছি আজ বাহি'!

হাল ছেড়েছি, তুফাণ যদি
ওঠে সাগর জলে,
কাল মেঘের কাল ছায়া
পড়ে সাগর তলে,
বায়ুর যদি ভীম গরজন
কাঁপিয়ে তোলে জল,
ধরব না হাল,—যাক্‌না কেন
সকল রসাতল।

পারের গান

আজকে আমার নাইক শঙ্কা,—
কারও আমি নই,—
এত বড় বিশ্ব মাঝে
আমি একাই রই!
আমার যা সব, গেছে চলে,—
আমি যাব বলে
আকুল প্রাণে ভাসিয়ে ভেলা
যাচ্ছি সাগর জলে!

কে জানে গো কোন্ ঊষাতে
কোন্ পাথারের শেষে
এ যাওয়া মোর হবে গো শেষ
কোন্ অজানা দেশে!
হারিয়েছে যা, আর ফিরে তা
পাব কি কে জানে?
অকূল পারে যাচ্ছি ভেসে
কে জানে কোন্ টানে!

স্মৃতি।

উড়ে এল সোণার পাখী
সোণার বরণ মেখে
সোণার তুলি বুলিয়ে দিয়ে
সোণার ছবি এঁকে!
সোণার পাখা মেলিয়ে দিয়ে,—
কণ্ঠে মধুর গান,—
বিশ্বখানি ভাসিয়ে দিলে
তুলে মধুর তান!
স্বপ্নমাখা কোন্ স্বরগের
ছায়াটুকু নিয়ে
এল পাখী প্রাণে প্রাণে
মায়া ঢেলে দিয়ে!

কোন্ জগতের আলো ওগো
পড়্‌ল সেথায় ফুটে?
কোন্ স্বপনের সুরটী ওগো
পড়্‌ল সেথায় লুটে?

পারের গান

তোমার সুরে শিউরে উঠে
ফুটল ফুলের রাশ,—
মর্ম্মরিয়ে মর্ম্মতলে
উঠ্‌ল কি বাতাস !
কোন্ যাদুকর পাঠিয়ে তোমায়
লাগিয়ে দিলে দিশে,—
আমায় আমি হারিয়ে ফেলে
যাই তোমাতে মিশে !

সুরে সুরে বিশ্বখানি—
ছেয়ে গেল আজ,—
মেঘের কোলের পাখী এসে
ভুলিয়ে দিলে কাজ !
শুন্‌লে কাণে গানটী তোমার,
ওগো অচিন্ পাখি,
থেমে যায় মোর প্রাণের লহর
মুদে আসে আঁখি !

ওগো পাখি! মায়াপুরীর
কোন্ সে স্বপন আনি'
এমন ক'রে তোমার পানে
নিচ্ছ সবই টানি!

সুরে সুরে সব একাকার,—
আমি তোমার মাঝে
অতীতের কোন্ পুরাণ ধন
পেলুম নূতন সাজে!
তোমার সাথে আমার যেন
কোন্ জীবনের দেখা,
আমার প্রাণে তোমার যেন
ছবি খানি আঁকা!
আমার প্রাণে তোমার করুণ
সুর উঠেছে বেজে,
আমার প্রাণের জ্বল্‌ন আলো
তোমার আলোর তেজে!

পারের গান

শীত নিদাঘে হিম বসন্তে
　　　　শরত বরষায়
মেঘের কোলের ওগো পাখি,
　　　　তোমার আলোর ছায়
তোমার গানে বিভোর হয়ে
　　　　ছিলুম সকল ভুলে,
আবেশ মদির অলস আঁখি
　　　　পড়ত আমার চুলে !
আপনারে হারিয়ে ফেলে
　　　　তোমারই মাঝখানে
মিশেছিনু তোমার করুণ
　　　　তোমার পাগল গানে !

ওগো পাখি ! উড়্ছ কেন ?
　　　　এ খেলা কি শেষ ?
পাখা মেলে যাচ্ছ কেন,—
　　　　সে আবার কোন্ দেশ ?

পাখের গান

কাল মেঘের আড়াল থেকে
সাঁঝের কিরণ এসে
ভাসিয়ে দিলে হেসে হেসে
তোমায় ভালবেসে !
সে আলোকে উড়্‌ল পাখী
মেঘের পানে চেয়ে,
মজিয়ে দিয়ে সারা বিশ্ব
একটী গান সে গেয়ে !

আঁখির জলে ভাসিয়ে ধরা
পাখী গেল উড়ে,—
কিন্তু যেন আজও আছে
বিশ্বখানা জুড়ে !
করুণ কোমল সুরটী যে তা'র
ছেয়ে আছে সব,—
পাষাণগলা নির্ঝরিণীর
আকুল উদাস রব !

পারের গান

মেঘের কোলের রাঙা পাখী
মিলিয়ে গেল মেঘে,-
ক্ষণেক তরে অতিথ এসে
গেল বুঝি রেগে !

যে বকুলের ঘন ছায়ে
আকুল প্রাণে এসে
যে আকাশের আলোক মেখে
ছিলে তুমি বসে,
চুমে যেত যেই সমীরণ
তোমার কল গান,
শিউরে পড়্‌ত শিউলী ঝরে
আকুল করে' প্রাণ,—
সকলই ত তেমনি আছে,
তুমি শুধু নাই,—
মর্ম্ম ছেঁড়া বিদায় সুরে
ভরা যে সব ঠাঁই !

স্বপ্ন।

সারা জীবনের যতেক আসারে
নয়ন উঠিবে ভ'রে,
সবটুকু প্রিয়া রাখিব যতনে
তোমার আসা'র তরে।
যখন আসিবে তুমি প্রিয়া ফিরে;
মৃদু করাঘাত করিবে কুটীরে,
সবটুকু মোর নয়ন আসার
তোমারেই দিব ডালি,
ব্যর্থ জীবনের একটী নিশ্বাসে
হৃদয় করিব খালি।

শান্ত তপোবন,—কুসুম পেলব,
নব নব কিশলয়,
দূর সাগরের পারের বাতাসে
কত কথা যেন কয়!

তারি মাঝে প্রিয়া উড়ায়ে আঁচল,
চরণ পরশে ফুটা'য়ে কমল,
বিহগের কণ্ঠে তুলিয়া কুজন,
আসিবে মোহণ ছন্দে-
তোঁমারি পরশে আকাশ বাতাস
ভরিবে মধুর গন্ধে !

হয়ত তখন শূন্য এ হৃদয়ে
উঠিবে না কোন গান,
হয়ত তখন উঠিবে না নেচে
পুলক-আবেশে প্রাণ !
হয়ত উদাস শূন্য ব্যর্থতায়
শত ত্রুটী হবে তোমার পূজায়,—
হয়ত তখন দীর্ণ এ হৃদয়ে
পাবনা কোন'ই সাড়া,—
হয়ত তখন সে শুভ লগনে
হয়ে যাব সৃষ্টিছাড়া !

শ্রান্ত জীবনের সঙ্গহীন পথে
জীবন-সায়াহ্ন আসি'
হয়ত তখন করিবে অবশ –
সকল আলোক নাশি' !
হয়ত নয়ন হবে দৃষ্টিহীন,
শ্রবণের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ,
শ্মশান-চিতায় সকল বাসনা
হয়ত উঠিবে ফুটি,'—
মরমের কথা হবেনাক বলা
অভাগা লইবে ছুটি।

তাই, তাই প্রিয়া অশ্রুবিন্দুগুলি
সাজাইয়া পাঁতি পাঁতি
এইবেলা রাখি শকতি থাকিতে
মায়ার সুতায় গাঁথি।
যখন তোমার পরশ ভাসিয়া
দেহেতে আমার লাগিবে আসিয়া,

পারের গান

কিছু নাহি পারি,—সাধের মালাটী
দোলা'য়ে তোমার গলে
শেষ ছুটি নেবে শ্রান্ত এ পথিক,—
মিশে যাবে ধূলি দলে !

মোহ ।

অনেক দিনের কথা প্রিয়া,--
অনেক দিনের পরে
আজকে আবার আদর করে
তুল্‌লুম তোমায় ঘরে ।
কেউ ত তোমায় বরণ করে
এলনাক নিতে,
পুরবাসী কেউ এল না
উলুধ্বনি দিতে,
কেউ বাজায় না শাঁক্‌, কারও
নাইক্ পুলক প্রাণে,—
আঁধার ঘরের ওগো মাণিক
এলে এ কোন্‌খানে !

সেদিন যখন তোমায় ধ'রে
নিয়ে এলুম ঘরে,—
পুলক চপল শতেক আঁখি
পড়্‌ল তোমার পরে !
জানিনাক ফুট্‌ল কবে
কোমল ফুলের রাশি,—
পেলুম তোমার পাগলকরা
অযাচিত হাসি,
পেলুম তোমার অগাধ প্রীতি,
অপার ভালবাসা,—
পাত্‌ল পাগল গৃহস্থালী,
বাঁধল পাখীর বাসা।

তোমায় আমায় ওগো প্রিয়া
সেই থেকে এক হ'য়ে
ঝড় ঝাপ্টা কতই বজ্র
মাথায় নিচ্ছি ব'য়ে।

পারের গান

শূন্য প্রাণে তুমি প্রিয়া
বাজিয়ে দেছ বাঁশী,
ফুটিয়েছ ফুল শুকন ডালে,
দুখের মাঝে হাসি !
হতাশ প্রাণে জাগিয়ে দেছ
মোহন আশার বাণী,
মন্দ মলয় বইয়ে দেছ
ওগো আমার রাণী !

তা'র পরেতে এক নিশীথে
ছিঁড়্লে সকল টান,—
রাত পোহাল, একি হ'ল,—
একি আকুল গান !
সোণার পাখী শিক্লী কেটে
যায়রে আজি উড়ে
শূন্য প্রাণে জ্বালিয়ে আগুন
বিশ্বখানা জু'ড়ে ।

পারের গান

ধরে রাখ,—ওগো প্রিয়া,—
যেওনাক চলে,—
কোন্ দেশেতে যাচ্ছ, নেহাত্
যাও গো আমায় ব'লে !

মন্দিরেতে পূজার ফুল
থরে থরে ঢালা,
নৈবিদ্যের থালা ভরা,
পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালা,—
উঠ্‌ল না যে প্রাণের মাঝে
তোমার বোধন গান,
ব্যর্থ হল পূজারীর যে
আকুল আহ্বান !
তুমি কিগো নাই সেখানে,—
বৃথা হবে সব,—
প্রিয়া আমার, দেবী আমার,
কেন গো নীরব !

সেই যে তোমায় বিদায় দিলুম
কোন্ আকুল এক সাঁঝে,—
সেই থেকে মোর প্রাণের মাঝে
করুণ সে সুর বাজে !
তোমার সকল ফুরিয়ে গেছে,—
তবুও মনে হয়,—
তুমি যেন আমার মাঝে
হয়ে আছ লয় !
প্রিয়া ! তোমায় হারিয়ে আজি
পেলুম পরিচয়,—
তুমি ছিলে কতই বড়
কতই মধুময় !

আজ্‌কে প্রিয়া মনে পড়ে,—
তুমি এখন নাই,—
কেমন করে ছিলে তুমি
ভরি' সকল ঠাঁই !

পারের গান

ক্ষুদ্র বৃহৎ সবার মাঝে
তোমার পরশ লাগি'
ললিত সুরে উঠ্‌ত বেজে
সোণার স্বপন জাগি' !
একটী সূতায় গাঁথা সকল
প্রাণে প্রাণে মিশে,—
তুমি ছিলে, তাইতে তারা
যায়নি ছিঁড়ে পিষে !

আজ্‌কে প্রিয়া, তার ছিঁড়েছে,
বাজে না'ক বীণ্‌,—
ছিন্ন ভিন্ন মায়া-শূন্য
সকল নিশিদিন !
পুণ্য তোমার আঁখির আলো
কোথাও নাহি উঠে
মধুর তালে কোথাও তোমার
হাসি নাহি ফুটে !

শ্রান্ত ধরার শেষ শয়নে
সব যেন আজ শুয়ে,—
অশ্রুধারায় দিচ্ছে যেন
শেষ চিতাটী ধুয়ে !

তাইতে প্রিয়া, আজকে আবার
আন্‌লুম তোমায় ঘরে,—
কিন্তু আজি একি গো সুর
উঠ্‌ল চিতার পরে !
তুমি এলে—কিন্তু প্রিয়া,
সে মমতা কই,
নিয়ে যাহা এ সংসারে
ছিলে সর্ব্বজয়ী !
কোথায়,—কোথায়,—কোথায় প্রিয়া
করুণ তোমার প্রাণ ?
কোথায়,—কোথায়—কোথায় তোমার
আকুল করা টান ?

পারের গান

বিশ্বপোড়া উদাস করা
ছাইগুল আজ উড়ে
ঘোর আঁধারে কর্‌ছে খেলা
আকাশ পাতাল জুড়ে !
কই গো প্রিয়া,– গাঁথলেনা যে
ছেঁড়া ফুলের মালা ?
মেঝের পরে ছড়িয়ে যে আজ
ফুলগুল সব ঢালা ?
ভাঙ্গা হাটের মর্ম্ম ছেঁড়া
এই যে আকুল গান,—
তুমি যদি এলে,—কেন
কাঁদিয়ে তোলে প্রাণ !

ওর মাঝে যে নাইক তুমি, —
শুধুই ছবি আঁকা, -
আলোক ছায়ায় মিশিয়ে দিয়ে
লেখা আঁকা বাঁকা !

শুধুই শিল্পী-জাগরণে
কেটে গেছে রাত,—
চিন্তানিবিড়-শিল্পীকরে
ব্যর্থ রেখা-পাত !
ওর মাঝে ত পাইনা প্রিয়া
তোমার প্রাণের সাড়া,—
তোমার সবই আছে ওতে,—
শুধু তুমিই ছাড়া !

জাগরণ।

দলিত মথিত ব্যথিত কুসুম,—
তবুও সুরভি যায়নি মুছে,—
যদিও জলদ-আবৃত আকাশ,
তবুও আলোক যায়নি ঘুচে
অলস করুণ পাপিয়ার গান
যদিও বিষাদে ভ'রে দেছে প্রাণ,
তবুও কাহার করুণ আহ্বান
আজিও আমারে খুঁজে!
সকল কাজের মাঝারে হৃদয়
কোন্ দেবতারে পূজে!

শেষ ত হয়নি—নিমেষ স্বপন
শুধু আজি গেছে ভেঙে,—
জাগরণ আজ মধুর উষার
আলোকে দিয়েছে রেঙে!

হারাণ জিনিষ পেয়ে গেছি ফিরে
আজি ঊষালোকে সাগরের তীরে,—
শীকর-সিঞ্চিত মুগ্ধ-সমীরে
রয়েছ নিখিল ঢাকি',—
সব শূন্যতায় করিয়াছ পূর্ণ
কিছুই নাইক বাকী।

মৃত্যু-মিলন

মৃত্যু তোমা' করিবারে চুরি
একদিন চুপে চুপে আঁধার নিশায়
আপনারে আবরি' আঁধারে
বসেছিল চোরসম মোর আঙিনায়।
জানি নাই, বুঝি নাই কিছু,—
তোমারেই ভালবেসে ছিলাম গো ভুলি',—
আমাদের ক্ষুদ্র দুখ সুখ
দোঁহে ভাগাভাগি করি' লইতাম তুলি,'
ক্ষুদ্র সাধ, ক্ষুদ্র আশা ল'য়ে
রচিতাম দুইজনে মোহমাখা গান,—
তোমা' মাঝে ছিনু হারাইয়া,
তোমাতেই ওগো প্রিয়া ভরেছিল প্রাণ।
একদিন,—কি কাল নিশায়
কুক্ষণে গ্রহের ফেরে আঁখি এল ঢুলে,—
তুমি নাই,—তুমি নাই প্রিয়া,—
শূন্য এ হৃদয় মোর,—দেখি আঁখি খুলে!

মৃত্যু তোমা' করিল গো চুরি
সেই সূক্ষ্ম অবসরে গভীর নিশায়,—
ছিঁড়ে ফেলে হৃৎপিণ্ড মোর
করিল শোণিত পান উত্তপ্ত তৃষায়!
ভেঙে দেছে সাজান বাগান,
পোড়া'য়ে দিয়েছে মোর সুন্দর কুটীর,
উপাড়িয়া দেবীর প্রতিমা
নিয়ে গেছে,—রেখে গেছে আঁধার মন্দির!
কিন্তু প্রিয়া, আমা দোঁহাকার
দুটী দেহ দুটী প্রাণ দেছে এক করি,'
দুজনের মাঝে ব্যবধান
বারেক তুলিকা স্পর্শে সব নেছে হরি'!
ধমনীতে, শিরায় শিরায়
তোমারি উচ্ছ্বাস বয়, তুমি আছ ভ'রে,—
তুমি আজি অন্তরের মাঝে
আমার মরম তল—আছ আলো ক'রে।

অনুভূতি।

কোন্ তপ্ত বিরহীর আঁখি
কাটায়েছে সারানিশি জাগি,'—
তাই তা'র নয়ন আসার
দুর্ব্বাদলে রহিয়াছে লাগি'!
কোন্ তপ্ত বিরহীর শ্বাস
সারানিশি ঘুরেছে কাঁদিয়া,—
তাই ওই সেফালিকা রাশি
পড়িয়াছে নিভৃতে ঝরিয়া!
এসেছিল,—কে গো এসেছিল
ব'য়ে প্রাণে কোন্ ব্যথারাশি?
আজিকার ঊষার বাতাসে
কার স্পর্শ রহিয়াছে ভাসি'!

কার কণ্ঠ কোমল কাতর
করুণার প্রস্রবণ হ'তে
ঢেলে দিয়ে মরমের ব্যথা
কেঁদে কেঁদে গে'ছিল এ পথে ?
তাই আজি পাপিয়া এখনো
ছিন্ন প্রাণে মর্ম্ম-বেদনায়
তুলিতেছে ক্রন্দনের সুর
মোহমুগ্ধ শ্রান্ত এ উষায় !
সারানিশি তারাগুলি তাই
গেয়ে গেয়ে বিরহের গান
ক্লান্ত ব্যর্থ জীবনের ভারে
যাতনায় এত ম্রিয়মাণ !

কোন্ দূর আকাশের পারে,
কোন্ দূর আলোক পাথারে,
কেগো করে ধরিয়ে মুরলী,
ভাসিতেছ গলিত আসারে !

পারের গান

অশ্রুমাখা বেদনা জড়িত
ব্যথা রাশি শুধু জাগে প্রাণে,-
হাহাকার হৃদয়ের মাঝে
বিদায়ের সুরটুকু আনে!
ভেঙে যায়, ছিঁড়ে যায় প্রাণ,—
গলে যায় মথিত হৃদয়,—
কোথা হ'তে কেগো সুর তোলে,—
ওগো তার দাও পরিচয়!

কেন ওগো, কেন এ শ্মশান,
কেন ওগো, কেন এ যাতনা,
কেন চিতা জ্বলে উঠে আজ,—
এ বারতা কার আছে জানা!
এস, এস মমতার রাণি,
মুখে লয়ে করুণার হাসি,
নিভাইয়া দাও আজি মোর
হৃদয়ের চিতানল রাশি!

জ্যোতির্ম্ময়ি ! জ্যোতিতে তোমার
বিশ্ব আজি উঠুক্ উজলি,'
তব স্নিগ্ধ আকুল পরশে
প্রাণে মম ছুটুক বিজলী !

বহুদিন হইয়াছে গত,—
এসেছিলে কোন্ স্বর্গ হ'তে,
অলকার কি বারতা ল'য়ে
দাঁড়াইলে জীবনের পথে !
মৃত্যু মাঝে সরসি' জীবন,
অন্ধকার উজলি' আলোকে
রোমাঞ্চিত করি' এ কুটীর
আপনার অজ্ঞাত পুলকে !
বিশ্বে বিশ্বে দিয়েছিলে ঢেলে
মমতার তরল সঙ্গীত,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ঊষার আলোকে
সারাবিশ্ব করিয়া রঞ্জিত !

পারের গান

স্মৃতু তব চরণপরশে
শতদল উঠিত ফুটিয়া
যে কুটীর আঙিনায় মোর,—
স্নিগ্ধ আভা পড়িত লুটিয়া,—
অন্ধকার সে কুটীর আজ—
শান্ত হাসি নাহি ওঠে আর,-
মর্ম্মতলে শুধু ব্যথা জাগে
বিসর্জ্জন হলে প্রতিমার !
জগতের মাঝে তুমি প্রিয়া
দিয়েছিলে বাঁধিয়া যে সুর,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে সব,—
সব আজি বিরহ-বিধুর !

মরণে কি জীবনের শেষ ?
আজন্মের প্রেম ও মমতা
সবি কিগো আকাশ কুসুম,
সবি কিগো স্বপন-বারতা ?

জীবনের পরপারে যদি
নাহি থাকে অনন্ত মিলন,
চিতাভস্মে সব যদি শেষ,—
কেন তবে,—কেন এ জীবন ?
প্রাণে প্রাণে সূক্ষ্ম স্পন্দনের
শ্মশানে কি হ'বে সব শেষ ?
সন্ধ্যা যদি আসে হেথা,—ধীরে
হ'বে নাকি ঊষার উন্মেষ ?

আগমনী।

ওগো প্রিয়া, আজি এই
বিশ্বভরা আলো করা
জোছনার মাঝে
তোমার করুণকণ্ঠে
তোমার প্রাণের সুর
যেন আজি বাজে!
আকাশের বাতাসের
জোছনার সনে প্রিয়া
আছ তুমি মিশি',
সরম মাখান যেন
তোমার পরশ প্রিয়া
ভরিয়াছে দিশি!

গগনের তারা মাঝে
তোমার আঁখির আলো
মরম-ব্যথায়
যেন গো তোমারি মত
আকুল মমতা ল'য়ে
মোর পানে চায়!
হারায়েছি প্রিয়া তোমা'
ক্ষুদ্র এ কুটীরে মম,—
তুমি সেথা নাই,—
কিন্তু একি হেরি প্রিয়া,—
উথলি' পড়িছ যেগো
আজি সব ঠাঁই!

বিশ্বরূপ।

আমার সকল দ্বিধা সকল দৈন্য
করে দাও গো দূর,
জাগিয়ে দাওগো উদাস প্রাণে
তোমার বিরাট্ সুর !
বিশ্বমাঝে তোমারি রাগ
উঠুক আজি বেজে,
উজ্জ্বল হ'ক আঁধার কুটীর
তোমার আলোর তেজে !
পুণ্য আগুন ছড়াও আজি
পাপে কর ছাই,
বিশ্ববুকে তোমারি প্রেম
যেন ওগো পাই !

সবাই বলে তুমি প্রিয়া
চলে গেছ দূরে,—
পাব না আর তোমার দেখা
বিশ্বখানা ঘুরে!
ভেঙে যা'বে বুকখানা মোর,—
এই ভয়ে সব সারা,—
তাই এরা চায় বইয়ে দিতে
একটা নূতন ধারা,
তোমার মধুর উজল স্মৃতি
মুছে ফেলতে চায়,
আমার দুঃখে চক্ষে এদের
বন্যা ভেসে যায়।

জানেনাক এরা প্রিয়া,
যাওনি তুমি চলে,—
তেম্‌নি তুমি জেগে আছ
আমার মরম তলে!

পারের গান

উষার আকাশ, মলয় বাতাস
তোমায় নিয়ে হাসে,
পাখীর মধুর কলগানে
তোমারি সুর ভাসে!
চাঁদের হাসি, ফুলের রাশি,
নীল আকাশের তারা,—
তুমি আছ,—তাইত ওগো
মধুর এমন ধারা।

এরা বলে,—নাইক তুমি—
তুমি গেছ ঝরে,—
মূর্খ এরা,—জানে নাক
তুমি আমার ঘরে!
তোমার সোহাগ পরশ আজো
কুটীর আমার ঢাকি',
দাঁড়িয়ে আমার কুটীর খানি
তোমার হাসি মাখি'!

সরল তোমার আঁখির আলোর
স্নিগ্ধ মধুর খেলা
কুটীর মাঝে নিত্য দেখি
সকাল সন্ধ্যা বেলা !

সকাল বেলা ঘুমিয়ে উঠি
শুনে তোমার গান,
তুমি আছ, তাই দিবসে
কাজে মাতে প্রাণ !
যখন সাঁজে এলিয়ে পড়ে
কর্ম্মক্লান্ত দেহ
সকল ক্লান্তি দূর করে দেয়
তোমার অগাধ স্নেহ !
গভীর রাতে দুঃস্বপনে
যখন উঠি কেঁপে,
তোমার স্নেহের আবরণে
আমায় ধর চেপে !

পারের গান

সকল চিন্তা, সকল কর্ম্ম
তোমায় নিয়ে আছে,—
নিমেষ তুমি যাওনি দূরে,—
আছ তুমি কাছে ;
ছুটে বেড়াই বিশ্ব মাঝে
প্রাণের আবেগ নিয়ে,
পূজা করি বিশ্বখানা
তোমার পূজা দিয়ে !
তুমি আছ ওগো প্রিয়া
হৃদয়খানা জুড়ে,—
তাই এখনও হয়নিক ছাই
বিশ্বখানা পুড়ে !

তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে
আমায় যখন ঘিরে
আনন্দে সব নৃত্য করে,—
চায়না পেছন ফিরে,-

হৃদয় আমার উঠে ফুলে,'—
কাণায় কাণায় জল, —
তুমি যে গো তাদের মাঝে
বইছ অবিরল !
তারা যে গো তোমার আমার
স্নিগ্ধ মধুর কায়া,—
তারাই যে গো দোঁহার পুণ্য
মিলনেরই ছায়া !

স্বর্গ হতে মন্দাকিনীর
ক্ষীরের ধারা ল'য়ে
পুণ্যস্রোতে ভাসিয়ে ধরা
যাচ্ছে তারা ব'য়ে !
আমি, প্রিয়া, তোমার ছবি
হেরি তা'দের মাঝে,
তা'দের প্রাণের ভিতর দিয়ে
তোমার সুরটী বাজে !

তা'দের মাঝে তোমায় হেরি
মুগ্ধ আঁখি মেলি',
আপনারে তা'দের মাঝে
সদাই হারিয়ে ফেলি !

তোমার স্মৃতি, তোমার ধারা
যুগ যুগান্তর ধ'রে
ফুটবে তা'দের ভিতর দিয়ে,
বইবে আমার ঘরে !
যখন তা'রা পেছন ফিরে
চাইবে তোমার পানে,—
দেখ্‌বে,—তুমি আছ তা'দের
বুকের মাঝ খানে !
তুমি তা'দের জাগিয়ে দেবে,
ঘুম পাড়াবে তুমি,—
তোমার স্নেহের বর্ষাধারায়,
সরস র'বে ভূমি !

কে বলে গো নাইক তুমি,—
বিরাট্ মূর্ত্তি তব
সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছেড়ে
ছেয়ে আছে সব !
তুমি আছ,—তাইত প্রিয়া
আমি আছি বেঁচে,
তুমি আছ,—তাই ছেলেরা
বেড়ায় হেঁসে নেচে;—
আকাশ হাসে—ধীর বাতাসে
ভাসে পাখীর গান,—
নদীর কূলে কুসুম দুলে
আকুল করে প্রাণ !

লীলা।

আজকে প্রিয়া,—আজ অ'মাদের
সাধের হোঁলিখেলা,—
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছড়িয়ে আবির
মাত্‌ছে সকাল বেলা!
উঠ্‌ছে মেতে আলোয় তোমার
মেঘগুল আজ রেঙে,
তোমার আলোয় সকল আঁধার
যাচ্ছে আজি ভেঙে!
সব লালে লাল,—ওগো প্রিয়া,—
তোমার চুম্বনে,—
আজকে উষায় হোলিখেলা
খেল্‌ব দুজনে!

পায়ের গান

আল্‌তাপরা পা দু'খানি
মেঘের উপর ফেলে
রাঙা সাড়ী উড়িয়ে দিয়ে
যাচ্ছ বাতাস ঠেলে !
লুটিয়ে পড়ে আঁচলখানা
ধরার কোমল গায়,—
চমকে উঠে' ঊষা তোমার
আগমনী গায় !
তোমার আঁখির স্নিগ্ধ আলোয়
বিশ্ব উঠে জেগে ;
অলস অনিল চমকে উঠে'
বইতে থাকে বেগে !

নিত্য তুমি বিশ্বে বিশ্বে
খেল্‌ছ যে এই খেলা,
নিত্য তুমি আস্‌ছ যাচ্ছ
সকাল সন্ধ্যা বেলা !

পারের গান

তুমি ছিলে, আছ তুমি,
রবে চিরদিন,—
তোমার মাঝে বিশ্বখানা
হয়ে আছে লীন!
দেখ্‌তে তোমায় পাইনি আগে
এমন আঁখি মেলে,—
কোন্‌ আলোক আজ হৃদয় মাঝে
দিলে প্রিয়া জ্বেলে!

নিতুই তুমি ভেসে আস
ঊষার আকাশে,—
নিতুই তুমি বেড়িয়ে যাওগো
মলয় বাতাসে!
ফোটা-ফোটা ফুলের মাঝে
উঠ্‌ছ নিতুই ফুটে,—
পাখীর গানে নিতুই তুমি
বেড়াও ছুটে ছুটে!

নিতুই তুমি আস নেমে
ঘাসের শিশিরে,—
নিতুই আছ নূতন রূপে
বিশ্বখানা ঘিরে!

মিলনের সাড়া।

ঘুম কাতুরে ঘুমের ঘোরে
ছিল অচেতন,—
পাগ্‌লা ভোলা স্বপন-দোলায়
দুলিয়ে দিত মন !
ঘুমিয়ে পড়া শিশির-ঝরা
চাঁদের আলো এসে
বাঁশবাগানের আড়াল থেকে
উঠ্‌ত হেসে হেসে !
পাগলামিতে জীবন ভরা,—
ঘুমের মাঝে জাগা,—
রাগের মাঝে হাসির লহর,
হাসির মাঝে রাগা !

এল যখন ঊষার আলো
আকাশখানা ব্যেপে,
পাগ্‌লা তখন সেই আলোকে
উঠ্‌ল দারুণ ক্ষেপে!
হৃদয়খানা বিছিয়ে দিলে
ঘাসের শিশির পরে,—
অশ্রুধারায় নয়ন দুটী
উঠ্‌ল তাহার ভ'রে!
কা'র আবাহন,—ওরে পাগল,—
কা'র আরতি আজ?
প্রাণ কাঁদান কাঁদিস্ কেন?
নাই কি কোনও কাজ?

ঊষার তরুণ অরুণ-কিরণ
বুলিয়ে দিল তুলি,-
ঝলমলিয়ে উঠ্‌ল জ্বলে
শিশির বিন্দুগুলি!

বারেক চাহি' আকাশপানে,
জোড় করি' তা'র হাত
হেঁট মাথাতে কারে পাগল
করে প্রণিপাত !
বলে, "প্রভু ! দয়াল প্রভু !
চাইনিত এ আলো,—
দিলে যদি ওই আলোতে
হৃদয় আমার জ্বালো !"

আঁক্‌ড়ে ধরে বুকের পরে
সেই আলোকের ধারা,-
সেই আলোকে পে'ল পাগল
কোন্ জীবনের সাড়া !
ওগো আলো ! আমার আলো !
হারিয়ে যাওয়া ধন !
ওগো আলো ! আমার আলো !
আমার জীবন পণ !

ওগো আলো ! আমার আলো !
তোমার ভিতর দিয়ে
আমায় কর অমনি উজল,
এগিয়ে চল নিয়ে !

হৃদয় আমার তোমার তাপে
যতই যাবে গ'লে,
বুকের শোণিত পড়্‌বে ততই
তোমার চরণ তলে !
হৃদয় চেরা রক্ত ধারায়
পূজার এমন ক্ষণ
বৃথায় যেন যায় না বয়ে,—
ফেরাস্‌নি রে মন !
আহুতি তুই যতই দিবি,
উঠ্‌বে ততই জ্বলে,—
কাঁদ্‌তে হ'বে ওরে পাগল
লগ্নভ্রষ্ট হ'লে !

ধীরে ধীরে নয়ন দুটী
এল তাহার বুজে,—
পেয়েছে আজ হৃদয়ভরা
আলোক খুঁজে খুঁজে !
ধীরে ধীরে পড়্‌ল ধরায়,
অলস শিথিল দেহ, —
ফিরেও আজ আর তাহার পানে
চাইলনাক কেহ !
ভাঙ্‌ল না আর শেষের শয়ন,
শেষের স্বপন তা'র,—
কেউ দিলনা বিন্দুমাত্র
অশ্রু উপহার !

মহামিলন।

মৃত্যু-শিঙা—বাজিয়ে দেরে,
উড়িয়ে দেরে প্রলয় নিশান,—
মৃত্যুসাগর উথ্‌লে উঠুক,
সাঁতার দিতে বাঁধ্‌রে প্রাণ!
মৃত্যুশিখা উঠুক জ্বলে'—
বিশ্বখানা পড়ুক ঢ'লে
মৃত্যু-কোলে,—বিশ্বখানা
মৃত্যুমুখে এগিয়ে যা'ক,
মৃত্যু আজি বিশ্বমাঝে
সর্ব্বজয়ী হ'য়ে থাক্‌!

বাজুক্‌ বিষাণ ঘোর শ্মশানে,—
নাচুক্‌ মৃত্যু তা ধেই ধেই,—
শ্মশানকালীর মূর্ত্তি জাগাও,—
মৃত্যু ছাড়া কিছুই নেই!

আপনারে দিতে বলি
যূপের কাছে যা'রে চলি,—
শ্মশানচিতার অগ্নিতাপে
গল্‌বেরে তোর অভিমান,—
যমরাজা ওই আছে বসে,—
কর্ নিজেরে বলিদান !

গৃহহারা, লক্ষ্মীছাড়া,—
আছিস্ পড়ে কিসের তরে ?
গরল-সাগর মথন হ'য়ে
অমৃত আজ উঠ্‌ছে ভ'রে !
মরণ যদি আসে ছুটে,
জীবন তাতে উঠ্‌বে ফুটে,
আঁধার কোণে ফুট্‌বে আলো,
গহন বনে ফুল,—
এগিয়ে যদি আস্‌ছে মরণ—
করিস্‌নিক ভুল !

মৃত্যু মাঝে পেয়েছি আজ
নূতন যে এক প্রাণের ধারা,—
শূন্য মাঝে পেয়েছি আজ
পাগল প্রাণের পূর্ণ সাড়া !
জীবন আমার গেছে ভ'রে
মরণের ওই প্রভাত-করে,—
মরণে আজ কর্‌রে বরণ,—
নয়ক মরণ আঁধার ঢাকা,—
মরণ যে গো জীবনেরই
নূতন ভাবে ছবি আঁকা !

আপন জন সব হারিয়ে যখন
নয়ন জলে ভেসে থাকা,
হারিয়ে গিয়ে পথের মাঝে
চারিদিকই যখন ফাঁকা,
তখন প্রাণের কোন্ সে বাণী
কোন্ সে দেশের বার্ত্তা আনি'

হৃদয় খানি দেয় লুটায়ে
কোন্ দেবতার চরণ-তলে ?
সবার চেয়ে আপন কে গো
জীবন যখন যায় গো দ'লে ?

তিমির-বরণ শ্যামার পায়ে
তুমি যে গো রক্ত কমল,—
যুগে যুগে তুমিই যে গো
দিচ্ছ আলো সুবিমল !
জীবন মাঝে গভীর রাতে
বাজে বাঁশী তোমার হাতে,—
সেই সুরেতে, সেই ডাকেতে
কেউ আসে না আগিয়ে,—
সবাই তোমায় চেনে বলে
সবাই ঘুমায় জাগিয়ে !

সবাই তোমায় শত্রু ভাবে,
চায় না তোমায় দিতে সাড়া,—
আমি দেখি,—কেউ নেই আর
বন্ধু ওগো তোমার বাড়া!
যাক্ না ক্ষয়ে দেহ স্থূল,
পথে মিশাক্ পথের ধূল,—
তুমি আছ,—তাইত ওগো
মুক্ত প্রাণের মিলন আসে,
নূতন জগত হৃদয় মথি
নয়ন জলে এমন ভাসে!

ক্ষুদ্র দেহের কাটিয়ে মায়া
বিরাট্-মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়,-
ক্ষুদ্র মেঘে উঠে সদাই
ভুবনদোলা বিষম ঝড়!
প্রাণের উপর খোলসখানা
থাকতে কিছুই যায় না জানা,—

তোমার স্নিগ্ধ কিরণ পাতে
নূতন বিশ্ব উঠে ফুটে,
অমৃতেরই ক্ষুদ্র বিন্দু
বিশাল হয়ে বেড়ায় ছুটে !

তুমি,—তুমি,—তুমিই শুধু
কোন্ সে বিশ্বে নিচ্ছ টানি'—
তুমি,—তুমি,—তুমিই শুধু
ঘুচিয়ে দিচ্ছ সকল গ্লানি !
যাদুকরের দণ্ড ছুঁয়ে
উড়িয়ে দিলে দেহ ফুঁয়ে,—
কোন্ দ্যুলোকের জ্যোতিটুকু
ঘোর তিমিরে উঠ্‌ল ফুটে,—
কোন্ সে আলোক বিশ্বমাঝে
দিকে দিকে পড়্‌ল লুটে !